বাংলা ছোটগল্পে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় :

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠিক পরেই সার্থক ও জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩–১৯৩২) স্থান। জীবনের সহজ–সরল দিক, সমাজচিত্র, এবং নিখাদ হাস্যরস তাঁর গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। বিশিষ্ট গল্পরীতির কারণে রবীন্দ্রনাথের সমকালেও প্রভাতকুমারের গল্পের জনপ্রিয়তা। সমাজ কল্যাণের জন্য সমাজ সমালোচনার পথ বেছে নিয়েছিলেন যে কয়জন গল্পলেখক তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। চরিত্র নির্বাচনে, পর্যবেক্ষণ গুণে ও চরিত্রগুলির উপস্থাপনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের সবরকম ন্যাকামি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন।

প্রভাতকুমারের গল্প সংকলনগুলি হল: 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোডশী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প' (১৯২১), 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৪), 'বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৬), 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৮), 'নূতন বৌ ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৯), 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প'(১৯৩১) প্রভৃতি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলি হলো-

১) প্রভাতকুমারের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তরল সরল কৌতুক রস। এ কৌতুকে ব্যঙ্গের তীব্র জ্বালা নেই, আঘাত নেই। এমন নির্মল শুভ্র হাস্য বাংলা সাহিত্যের আসরে খুব বেশি নেই। প্রভাতকুমারের এই হাস্য জীবনদৃষ্টির বিশিষ্ট ভঙ্গির ফল।

২) জীবনের সুগভীর অনুভূতি প্রভাতকুমারকে আকর্ষণ করত না; কল্পনার বিচিত্র সুদূরাভিসার এবং মনস্তত্ত্বের জটিল সমস্যার প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল না। বরং প্রভাতকুমার সহজ রসের রসিক।

৩) রবীন্দ্র–ভাবকল্পনার সাধনা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সমাজ–চেতনার তীব্রতা, আবেগের প্রবলতা এবং বেদনার তীক্ষ্ণতার সাধনাও তিনি করেননি; প্রমথ চৌধুরীর ভাব ও ভাষার আভিজাত্য, প্রসাধন–নৈপুণ্য বা তির্যকতা

থেকেও তিনি বহুদূরে অবস্থান করেছন। তবে এক প্রসন্ন এবং সরল রসিকতা তাঁর রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ আকর্ষণ করে তুলেছে।

৪) প্রভাতকুমারের গল্পে ধরা পড়েছে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বময় জীবনে সংকট। এই সংকটের ও দোলাচলতার ছবি তাঁর গল্পে যেন স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। বিশেষ করে সমকালীন স্বদেশী আন্দোলন, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বিলাতের অন্ধ অনুসরণ, কুসংস্কারও তাঁর গল্পে স্পষ্ট উপস্থিত।

৫) প্রভাতকুমারের গল্পে একদিকে মানবপ্রীতি অন্যদিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি যেন স্পষ্ট হয়েছে। সেইসঙ্গে বাৎসল রসের প্রকাশ গল্পগুলিকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা। আঙ্গিকে ও কাহিনীতে যেন তিনি এক আন্তরিক সাবলীলতা বজায় রেখেছেন।

৬) প্রভাতকুমারের গল্পের স্নিগ্ধ পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মানবিক জীবনের বৈচিত্র, একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র যেমন রয়েছে তেমনি ঘরোয়া ধরনের পারিবারিক চরিত্রই যেন গল্পে উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

৭) প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে মূল বিষয়-ব্যতিরিক্ত কোনো ঘটনা বা বর্ণনার স্থান নেই। সবকিছুই অনিবার্য গতিতে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। তাঁর গল্পের শেষে একটি করে আকস্মিক চমক থাকে।

কয়েকটি বিশিষ্ট গল্প আলোচনা প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যাক তাঁর এই বৈশিষ্ট্যগুলি কতটা কার্যকরী হয়েছে গল্প আলোচনা প্রসঙ্গে-

১) 'দেবী' গল্পে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের করুণ পরিণতি দেখানো হয়েছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং স্বপ্নের বশবর্তী হয়ে একটি অল্পবয়সী বধূকে দেবী হিসেবে পূজা করার কুফল এবং এর মর্মান্তিক সামাজিক প্রভাব এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু।

২) 'আদরিণী' গল্পে মানবিক সংবেদনশীলতা ও জীবপ্রেম। নিছক একটি পোষা হাতির প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসা এবং হাতিটির করুণ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গল্পটি আবর্তিত হয়েছে।

৩) 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে দাম্পত্য রসিকতা ও মনস্তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। অহংকারী ও ঝগড়ুটে স্ত্রীকে (রসময়ী) শায়েস্তা করতে স্বামী ক্ষেত্রমোহনের গ্রহণ করা এক অভিনব কৌশল এবং তার মজার ফলাফল এই গল্পের মূল উপজীব্য।

৪) 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পটি একটি কৌতুক ও সামাজিক ব্যাঙ্গ। বিপত্নীক পাত্রের বিবাহ করার ইচ্ছা এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর যেসকল হাস্যকর ও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৫) 'বাজীকর' গল্পে রয়েছে মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য ও মানবিক সংকট। অতীত জীবনের ম্যাজিক বা বাজিকর বিদ্যা ভুলে যাওয়া এক বৃদ্ধের চরম অর্থনৈতিক দৈন্যদশা থেকে মুক্তির মরিয়া চেষ্টা ও তার পরিণতি গল্পটির মূল বিষয়বস্তু।

জটিল মনস্তত্ত্বের চেয়ে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে কেন্দ্র করে গল্প লেখায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দক্ষতা অনস্বীকার্য। তাঁর সৃষ্টিকর্ম আজও বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ।